পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন চেয়ারম্যানের একতরফা এবং বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভুত কার্যকলাপ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিবৃতি

ক. ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত ও অস্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান দিক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এমনিতেই অত্যন্ত কম। অধিকন্তু ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর আবাদী জমির ৪০ শতাংশ (৫৪ হাজার একর জমি) এই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। আবাদী জমির স্বল্পতার কারণে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে শত শত ভূমিহীন পরিবার। কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর চাষযোগ্য জমি রয়েছে এই প্রতারণামূলক প্রলোভন দেখিয়ে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে দেশের সমতল জেলাগুলো হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে চার লক্ষাধিক লোক এবং তাদেরকে বসতি দেয়া হয় জুম্মদের ভোগ দখলীয় ও রেকর্ডীয় জমির উপর। পাশাপাশি সেটেলাররা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের জমিগুলো বেদখল করে নেয় পাইকারীভাবে। এছাড়া পাহাড়ীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার খর্ব করে হাজার হাজার একর জুমজমি ও ভোগদখলীয় ভূমি বহিরাগতদের নিকট ইজারা প্রদান, সামরিক কাজের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ, তথাকথিত বনায়ন, ইকো-পার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, উন্নয়ন প্রকল্পের নামে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পাহাড়ীরা নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় একটি জলন্ত অগ্নিকুন্ড। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই মৌলিক সমস্যাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে সমাধানের লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করার বিধান করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডে উল্লেখ আছে যে-

> "৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।
>
> ৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ (ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি; (খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট); (গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; (ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার; (ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।
>
> ৬। (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে। (খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।"

উল্লেখ্য যে, এই ধারা অনুযায়ী ৩ জুন ১৯৯৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ৫ এপ্রিল ২০০০ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১২ জুন ২০০০ কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি একবার মাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় সফর করেন। তারপর তিনিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর প্রায় দেড় বছর ধরে চেয়ারম্যান পদ শূণ্য থাকে। পরে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২৯ নভেম্বর ২০০১ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনিও ২০০৭ সালের নভেম্বরে মারা যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে দাবী করা হলেও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকার ৬ জানুয়ারী ২০০৯ ক্ষমতায় আসার পর সরকার ১৯ জুলাই ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগ প্রদান করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভের পর চেয়ারম্যান মহোদয় গত ২৭ জানুয়ারী ২০১০ ভূমি কমিশনের একবার মাত্র আনুষ্ঠানিক সভা আহ্বান করেন।

উক্ত আনুষ্ঠানিক সভা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় ভূমি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ভূমি জরিপ ঘোষণা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দরখাস্ত আহ্বান করে

গণবিজ্ঞপ্তি জারী, তথাকথিত জেলা কমিশন নামে ভূমি কমিশনকে বিভক্তি, গণবিজ্ঞপ্তি ও আহ্বান প্রচারের নামে তিন জেলায় পদযাত্রা আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বলাবাহুল্য যে, কমিশনের সদস্যদের নিয়ে কমিশনের সভা আহ্বান না করে কমিশনের চেয়ারম্যান তিন জেলার সরকারী কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একের পর এক সভা আহ্বান করে চলেছেন এবং এসব সভাসমূহকে কমিশনের সভা হিসেবে পরিগণিত করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কমিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। কমিশনের সদস্যদের সাথে বৈঠক না করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে ভূমি বিরোধের ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা ও অচলাবস্থা দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ভূমি কমিশনকে অহেতুক প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

খ. চুক্তি পরিপন্থী ভূমি জরিপ ঘোষণা

ভূমি কমিশনের কোন আনুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করার পূর্বে গত ৩-৫ আগষ্ট ২০০৯ তিন জেলায় সফর করে কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হঠাৎ করেই ভূমি জরিপের ঘোষণা দিয়ে দেন। এরফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণসহ দেশের নাগরিক সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। বলাবাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ২নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে-

> "সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।"

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক যেখানে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি, আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি, ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের অধিকাংশই এখনো নিজ জায়গা-জমি ফেরৎ পায়নি, সর্বোপরি এখনো ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়নি, সেখানে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় কোন উদ্দেশ্যে একতরফাভাবে ভূমি জরিপের কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন তা স্পষ্ট নয়। অধিকন্তু ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দরখাস্ত দাখিলের পদ্ধতি বা নিয়মাবলী এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের এই ঘোষণা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও পদ্ধতি-বহির্ভূত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী উদ্যোগের ফলে এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধের ক্ষেত্রে আরো একটি জটিল সমস্যার জন্ম দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের মূল কাজ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি জরিপের (ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে) কাজ এই কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত হতে পারে না। কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কেবলমাত্র ক্ষেত্র বিশেষে যে কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত বা কাগজপত্র সরবরাহের এবং প্রয়োজনে উক্ত কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে স্থানীয় তদন্ত, পরিদর্শন বা জরিপের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারে [কমিশনের আইনের ৬(৩) ধারা]।

গ. একতরফা গণবিজ্ঞপ্তি জারী

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের একতরফা কার্যকলাপ শুধুমাত্র ভূমি জরিপের মধ্যে সীমিত থাকেনি। ভূমি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সচিব মোঃ আব্দুল হামিদ কর্তৃক গত ১৪ মার্চ ২০১০ একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের জমি জমা বিষয়ক বিরোধ এবং জায়গা, জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে বেদখল ও ক্ষতিগ্রস্ত মালিকগণের ভূমি বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ...পার্বত্য চট্টগ্রাম (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) এর সংশ্লিষ্ট মালিকদের নিকট থেকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দরখাস্ত আহ্বান" করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, "ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের আহ্বান" শীর্ষক কমিশনের প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রে "বিলম্ব না করে কোনো সমাজবিরোধী, দুস্কৃতিকারী, চক্রান্তকারী ও উস্কানিদাতার কথায় কান না দিয়ে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দরখাস্ত দাখিল করতে আহ্বান" জানানো হয়েছে। গণবিজ্ঞপ্তি ও প্রচারপত্রে ৬০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত দাখিলের আহ্বান করা হয়েছে। অন্যথায় সময় অতিবাহিত হলে দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না বা ক্ষতিগ্রস্তরা প্রতিকার লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশনের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ বিধি-বহির্ভূত, বাস্তব-বিবর্জিত ও হীনউদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া, ২০০১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন না করে, সর্বোপরি দরখাস্ত দাখিলের পদ্ধতি বা নিয়মাবলী নির্ধারণ ব্যতিরেকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের নির্দেশে কমিশনের সচিব কর্তৃক একতরফাভাবে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে

না। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের ভূমি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরো জটিলতর হয়ে উঠবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। তাই অচিরেই এই গণবিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ অচিরেই সংশোধন করে এবং পদ্ধতিগতভাবে ভূমি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য গত ১৯ মার্চ ২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ঘ. পদ্ধতি-বহির্ভূত সভা ও পদযাত্রা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় গত ১০, ১২ ও ১৩ মে ২০১০ যথাক্রমে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গণবিজ্ঞপ্তি ও আহ্বান প্রচারের নামে তিন পার্বত্য জেলার সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে আবারো পদ্ধতি-বহির্ভূত সভা ও পদযাত্রা কার্যক্রমের আয়োজন করেন। উল্লেখ্য যে, কমিশনের সদস্যদের নিয়ে কমিশনের সভা আহ্বান না করে উক্ত সভাসমূহকে কমিশনের সভা হিসেবে পরিগণিত করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কমিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। কমিশনের সদস্যদের সাথে বৈঠক না করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে ভূমি বিরোধের ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা ও অচলাবস্থা দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ভূমি কমিশনকে অহেতুক প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

ভূমি কমিশন চেয়ারম্যানের এই কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিধি-বহির্ভূত, বাস্তব-বিবর্জিত ও হীনউদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের এই একতরফা ও স্বেচ্ছাচারী কার্যক্রমের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে এরূপ কার্যক্রম বন্ধকরণ পূর্বক বিধি ও পদ্ধতিগতভাবে কমিশনের সদস্যদের নিয়ে সভা আহ্বান করে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য গত ১৯ মে ২০১০ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দাবী জানিয়েছে। অন্যথায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের জটিলতা, অচলাবস্থা ও বিভ্রান্তির জন্য ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানই দায়ী থাকবেন বলে জনসংহতি সমিতি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়।

ঙ. ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা ও সংশোধন

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আশু জরুরী বিষয় হচ্ছে ২০০১ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। ফলে উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টির অধিক বিষয় রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কমিশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আইনের ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে- 'চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) ও বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভূক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে'। এ বিধান বলে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদেরকে রাবার ষ্টাম্পে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে চেয়ারম্যানকে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হলেও ভূমি কমিশনের উক্ত আইনের ৬নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলীতে (১)(ক) উপ-ধারাতে কেবলমাত্র 'পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধ' নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। ফলে ২০ দফা চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের জমি বিরোধসহ অন্যান্য সকল ভূমি বিরোধ অনিষ্পত্তিই থেকে যাবে। আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু পাহাড়ী পরিবারের সংখ্যা এক লক্ষাধিক। তাদের অধিকাংশের জমি সেটেলারদের বেদখলে। তাদের জমিগুলো যদি ফেরৎ না পায় কিংবা ভূমি বিরোধগুলো যদি নিষ্পত্তি না হয় তাহলে ল্যান্ড কমিশনের কার্যক্রম হয়ে পড়বে অন্তসারশূণ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত 'আইন, রীতি ও পদ্ধতি' অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬(১)(খ) ধারায় কেবলমাত্র 'আইন ও রীতি' উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তিতে 'ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)' এর বিরোধগুলোর ক্ষেত্রেও কমিশন নিষ্পত্তি করবে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রণীত কমিশন আইনে জলেভাসা জমির কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ কাপ্তাই হ্রদের শত শত পরিবারের জমি এখন সেটেলারদের দখলে। এই জমিগুলো বংশ পরম্পরায় পাহাড়ীরা চাষাবাদ করে আসছিল।

উক্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে ১৯ দফা সম্বলিত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার্থে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ১২ মার্চ ২০০২ তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় আঞ্চলিক পরিষদের

সুপারিশ মোতাবেক ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন করার ঐকমত্য হয়। তদনুসারে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হয়ে যাবার পর উক্ত ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি।

উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উক্ত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে সরকারের নিকট পুনরায় সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয় [পরিশিষ্ট-১]। এলক্ষ্যে গত ২৬ আগষ্ট ২০০৯ আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে ভূমি মন্ত্রী রেজাউল করিম হীরার সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অনেকটা বিধি-বহির্ভূতভাবে তিন পার্বত্য জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরও ডাকা হয়। উক্ত সভায় আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিলেও রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসব সংশোধনীর চরম বিরোধীতা করতে থাকে। এক পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা স্থগিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কর্তকর্তাদের এরূপ মতামত নেয়ার নজির অভূতপূর্ব। অধিকন্তু আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং হয়ে যাবার পর এরূপ নতুন করে মতামত নেয়াও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

এলক্ষ্যে পুনরায় ৬ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে ভূমি মন্ত্রী রেজাউল করিম হীরার সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায়ও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ফলে এখনো ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের বিষয়টি অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বলাবাহুল্য, আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধন না করে ভূমি কমিশনের কাজ শুরু করলে ভূমি সমস্যার আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ হবে। সমস্যা আরো জটিল থেকে জটিলতর হবে তা কোন সন্দেহ নেই।

চ. উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদনার্থে বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। প্রয়োজনীয় জনবল ও পরিসম্পদ সম্বলিত কমিশনের কার্যালয় স্থাপিত হয়নি। ২০০৬ সালে কমিশনের কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও তা পরবর্তীতে বাতিল করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিসম্পদ বরাদ্দ এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে কমিশনের কার্যালয় শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিসম্পদ বরাদ্দ এবং কার্যালয় স্থাপন করা আশু জরুরী বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য উপস্থাপন করা গেল-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জরুরী ভিত্তিতে সংশোধন করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত ভূমি জরিপসহ বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূত সকল সিদ্ধান্তাবলী অবিলম্বে বাতিল করা।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার মধ্য থেকে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগদান করা।

(৪) ভূমি কমিশনের কার্যালয় শক্তিশালী ও সক্রিয় করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজনমত পরিসম্পদ ও অর্থ বরাদ্দ করা।

(৫) ভূমি কমিশনের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনার্থে বর্তমানে চেয়ারম্যান পদে নিয়োজিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে অপসারণ করে অন্য একজন উপযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা।

পরিশিষ্ট-১

নিম্নে গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রেরিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলো দেয়া গেল-

ক্রঃ নং	বিরোধাত্মক ধারাসমূহ	আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাবিত সংশোধনী
১.	প্রস্তাবনার ৩য় প্যারা: "পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রাহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে;"	প্রস্তাবনার ৩য় দফা: "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কামিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রাহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে;"
২.	ধারা ২(চ): "পুর্নবাসিত শরণার্থীঃ অর্থ ৯ই মার্চ ১৯৯৭ ইং তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সহিত উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভূক্ত শরণার্থী;"	ধারা ২(চ): "পুর্নবাসিত শরণার্থীঃ অর্থ ১৯৯২ ও ১৯৯৭ সালে সরকারের সহিত উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত যথাক্রমে ১৬ দফা ও ২০ দফা চুক্তির আওতায় ভারত হইতে প্রত্যাগত শরণার্থী;"
৩.	ধারা ২(ছ): "প্রচলিত আইন" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে সমস্ত আইন, ঐতিহ্য, বিধি, প্রজ্ঞাপন প্রচলিত ছিল কেবলমাত্র সেইগুলিকে বুঝাইবে:"	ধারা ২(ছ): "প্রচলিত আইন" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে সমস্ত আইন, ঐতিহ্য, বিধি, প্রজ্ঞাপন, প্রবিধান, আদেশ, রীতি বা প্রথা প্রচলিত ছিল কেবলমাত্র সেইগুলিকে বুঝাইবে:"
৪.	ধারা ৩(২) (খ): আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত পরিষদের একজন সদস্য:	ধারা ৩(২) (খ): আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত পরিষদের একজন উপজাতীয় সদস্য:
৫.	ধারা ৩(২) (গ): "সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে"	ধারা ৩(১) (গ): সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত পরিষদের একজন উপজাতীয় সদস্য:
৬.	ধারা ৩(২)(ঘ): "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, পদাধিকার বলে;"	ধারা ৩(১)(ঘ): "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;"
৭.	ধারা ৪(১): "কমিশনের প্রধান কার্যালয় খাগড়াছড়ি জেলা সদরে হইবে।"	ধারা ৪(১): "কমিশনের প্রধান কার্যালয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরে হইবে।"
৮.	ধারা ৬(১)(ক): "পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা।"	ধারা ৬(১)(ক): "পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হওয়া সমস্ত ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা।"
৯.	ধারা ৬(১)(খ): "আবেদনে উল্লেখিত ভূমিতে আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নির্ধারণ এবং দখল পুনর্বহাল;"	ধারা ৬(১)(খ): "আবেদনে উল্লেখিত ভূমিতে আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারণ এবং দখল পুনর্বহাল;"
১০.	ধারা ৬(১)(গ): "পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন বহির্ভূতভাবে কোন বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল; ।"	ধারা ৬(১)(গ): "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) সহ কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান বা বেদখল করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল; ।"
১১.	ধারা ৬(১)(গ) এর শর্তাংশ: "তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল ।পকারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।"	৬(১)(গ) ধারার শর্তাংশ বিলুপ্ত হইবে।
১২.	ধারা ৬(৪): "কমিশন বা চেয়ারম্যান বা কমিশন কর্তৃক	ধারা ৬(৪): "কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ইহার

	ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন সদস্য যে কোন বিরোধীয় ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।"	চেয়ারম্যান অথবা কোন সদস্য অথবা কমিশনের কোন কর্মকর্তা যে কোন বিরোধীয় ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তৎসংক্রান্ত তদন্ত ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।"
১৩.	ধারা ৭(৩); "কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।	ধারা ৭(৩); "কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, বৈঠকে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ বা তাঁহার প্রতিনিধি অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।"
১৪.	ধারা ৭(৪); "কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিস্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কোন বৈঠকে বিবেচনা ও নিস্পত্তি করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিস্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।"	ধারা ৭(৪); " কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিস্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কোন বৈঠকে বিবেচনা ও নিস্পত্তি করা যাইবে, তবে এইরূপ বিবেচনা ও নিস্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সকল সদস্যকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিস্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।"
১৫.	ধারা ৭(৫); "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ৬(১)-এ বর্ণিত বিষয়টিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	ধারা ৭(৫): "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ৬(১)-এ বর্ণিত বিষয়টিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যান সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের গৃহীত সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
১৬.	ধারা ৯ঃ কমিশনের আবেদন দাখিল	ধারা ৯ঃ কমিশনের নিকট আবেদন দাখিল।
১৭.	ধারা ১০ঃ আবেদনের প্রতিপক্ষ।-(১) ধারা ৯ এর অধীনে দায়েরকৃত প্রতিটি আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, অবৈধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা এবং ক্ষেত্রমত আবেদনকারী জানামতে দাবীকৃত ভূমির বর্তমান দখলকার এর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে।	ধারা ১০ঃ আবেদনের প্রতিপক্ষ।-(১) ধারা ৯ এর অধীনে দায়েরকৃত প্রতিটি আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসাবে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার, অবৈধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা এবং ক্ষেত্রমত আবেদনকারীর জানামতে দাবীকৃত ভূমির বর্তমান দখলকার এর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে।
১৮.	ধারা ১০ঃ নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা।	১০(৩) ধারার পরে নতুন উপধারা সংযোজনঃ "(৪) কমিশন কর্তৃক আবেদন নিস্পত্তির পূর্বে যে কোন সময়, ন্যায় বিচারের স্বার্থে, আবেদনকারী তাঁহার আবেদন সংশোধন করিতে পারিবেন।"
১৯.	ধারা ১৭ (১)ঃ "অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনের সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী, বা ক্ষেত্রমত, আদেশের ন্যায় কমিশন উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাধ্যমে বা প্রয়োজনবোধে সরকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে বা করাইতে পারিবে।"	ধারা ১৭ (১)ঃ "অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনের সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী, বা ক্ষেত্রমত, আদেশের ন্যায় কমিশন উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাধ্যমে বা প্রয়োজনবোধে সরকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে বাস্ত বায়ন করিতে বা করাইতে পারিবে।"
২০.	ধারা ১৮ঃ "বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, এই আইন বলবৎ হইবার ছয় মাসের মধ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে।"	ধারা ১৮ঃ "বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, আঞ্চলিক পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, এই আইন বলবৎ হইবার পর যথাশ্রীঘ্র সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে।"
২১.	নতুন ধারা ২১ সংযোজন করা।	"২১। কমিশনের কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্তকরণ।- কমিশন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হইলে এবং এই আইন বলবৎ হওয়ার সংগে সংগে তাহা কার্যকর হইবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে জুন ২০১০ প্রকাশিত ও প্রচারিত।